যুগান্তর

বাকেরগঞ্জ সরকারি কলেজ

২৬ বছরেও ছাত্রাবাস উদ্বোধন হয়নি

প্রকাশ : ১৬ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) প্রতিনিধি

বাকেরগঞ্জ সরকারি কলেজ ১৯৭০ সালে স্থাপিত হয়েছে। মানবিক, কমার্স ও বিজ্ঞান বিভাগে মিলিয়ে ২ হাজারেও বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য ১৯৯৩ সালে ৭৩ লাখ টাকা ব্যয়ে শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদফতর পটুয়াখালী মহাসড়কের পাশে একটি ৩ তলা বিশিষ্ট ভবন (ছাত্রাবাস) নির্মাণ করে। কিন্তু নির্মাণের ২৬ বছর পার হলেও আজ পর্যন্ত উদ্বোধন করা হয়নি। বহিরাগত ও কলেজের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীরা থাকলেও শিক্ষার্থীদের থাকার সৌভাগ্য হয়ে উঠেনি। দীর্ঘ ২৬ বছর অবহেলা-অযত্নে ছাত্রাবাসটি এখন পরিত্যক্ত ভুতুড়ে ভবনে পরিণত হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে সন্ধ্যা নামলে মাদকসেবীদের আখড়ায় পরিণত হয়। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা অধিদফতর প্রকৌশলী বরাদ্দে ১৯৯৩ সালে ৭৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ছাত্রাবাসটি নির্মাণ করেন। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ত্রুটি রেখে ভবনটি নির্মাণ করে। সংযোগ সড়ক করার কথা থাকলেও তাও ওই প্রতিষ্ঠান করেননি। নিয়মানুযায়ী কলেজ কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে না দিয়ে তারা চলে যান। সরেজমিন দেখা যায়, ছাত্রাবাসে যাওয়ার জন্য কোনো সড়ক নেই। ভবনের ছাদে ফাটল ধরছে। ছাদ চুঁইয়ে পানি রুমে এসে নোংরা হয়ে আছে। দরজা-জানালা ভাঙা। বর্তমানে ভবনের যে অবস্থা যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। কলেজের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী রুহুল আমিন জানান, ছাত্রাবাসে এখন আর থাকার মতো পরিবেশ নেই। রাতে এখানে এলে ভয় করে। মাদক ও জুয়ার আড্ডা জমে। ভবনের সব রুম বৃষ্টির পানি এসে ভিজে যায়। রুমের দরজা-জানালা ভেঙে পড়ছে। কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সুজন মৃধা জানান, ছাত্রাবাস না থাকায় প্রতিদিন ৫ কিলোমিটার হেঁটে কলেজে আসি। সরকারি বাকেরগঞ্জ কলেজ কমিটির ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ মহিদুল ইসলাম মিরাজ জানান, ছাত্রাবাস নির্মাণ হলেও ছাত্রদের কোনো কাজে আসেনি। পুরাতন ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে নতুন একটি ছাত্রাবাস করা খুবই দরকার। বাকেরগঞ্জ থানার ওসি মো. আবুল কালাম জানান, কলেজের ছাত্রাবাসের পুরাতন ভবনে মাদক ও জুয়ার আসর বসে এটা আমার জানা ছিল না। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কলেজের অধ্যাক্ষ মো. জসিম উদ্দিন যুগান্তরকে জানান, ছাত্রবাসের ভবন নির্মাণের পর ছাত্রবাসে যে সকল আসবাবপত্র দেওয়ার কথা তা না দিয়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান চলে যায়। এমন কি কলেজ কতৃপক্ষর সাথে ওই প্রতিষ্ঠান আর কোনো দিন যোগাযোগ করেনি। ভবনটি এখন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।